শুক্রবার, ২৭ পৌষ, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৭

এয়ার ইন্ডিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগে সায়, বিশেষজ্ঞর মতে কী বলে

অবশেষে প্রায় চলে যেতে বসেছে আমাদের দেশের গৌরব বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়াও। দীর্ঘ টানাপোড়েন, বাদানুবাদের পর এয়ার ইন্ডিয়ায় ৪৯ শতাংশ বিনোয়োগ করতে পারবে বিদেশি বিনিয়োগ সংস্থা বলে সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের এই সায়ে এয়ার ইন্ডিয়া প্রকৃতই চাঙ্গা হয়ে লাভের মুখ দেখতে পারবে কি না তা বলবে আগামিদিন। কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগে প্রথম কোপ পড়বে কর্মীদের মাথায়। মাথাভারী প্রশাসন কমাতে এয়ার ইন্ডিয়ার মোটা মাইনের চাকুরেরা ছাঁটাই হবে। এটা কাঙ্খিত নয়। এফডিআইয়ের ক্ষেত্রে অতীতেও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এ ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-১ ও ইউপিএ-২ সরকার যে পথ অনুসরণ করেছে,মোদী সরকারও সেই একই রাস্তায় হাঁটছে। চলছে। দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় লোকসানের বহর টান সম্ভব নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপদার্থ ও খাতিরের লোকজন ও কেন্দ্রে শাসকদলের সুপারিশের লোকজনের ভর্তি। এর উপর কেউ কাজ করে না। এয়ার ইন্ডিয়া ঋণভারে জর্জরিত। পরিষেবার মান অত্যন্ত নিচে নেমে গেছে। কিন্তু ঋণভার হলেও একশ্রেণির কর্মী বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

তবে এটাও ঘটনা, এয়ার ইন্ডিয়ায় দেনার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০হাজার কোটি টাকা। সংস্থার হাল ফেরাতে খরচ হয়ে গেছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। তাই নীতি আয়োগ সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া বেচে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। ঠিক হয় চলতি বছরের১ এপ্রিল থেকে এয়ার ইন্ডিয়া আর চালানো হবে না। এখন এয়ার ইন্ডিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগে সায় দিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু ৬০ হাজার কোটি টাকার দেনার কী হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে অনেকেই খুশি নয়। তবে এছাড়া আর পথ কী।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁহার পূর্বকথা সব বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার দুই ভাই বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,-- তাহাও বলিলেন।

ঠাকুর মিশ্রকে যত্ন করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন।

নরেন্দ্র, ডঃ সরকার প্রভৃতি সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে

ডাক্তার সরকার আসিয়াছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর **সমাধিস্থ**। কিঞ্চিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন-- ‘‘কারণানন্দের **পর সচ্চিদানন্দ।—কারণের কারণ;”**

ডাক্তার বলিতেছেন, হাঁ!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেহুঁশ হই নাই।

ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে, ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হইয়াছে। তাই বলিতেছেন—‘‘**না, তুমি খুব হুঁশে আছ!**

ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন—

সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা)
জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুবর্গ মেলে।

গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাববেশ হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হইল,—তাঁরই কোলে বসে আছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বোলবো না ত কাকে বোলব।—ডাকতে হয় তাঁকেই ডাকবো!”

দিনপঞ্জিকা

২৭ পৌষ, ভাঃ ২২ পৌষ, **১২ জানুয়ারী**, ২৭ পুহ, সংবৎ ১১ মাঘ বদি, ২৪ রবিঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৬। **শুক্রবার,** একাদশী রাত্রি ঘ ১১।২৪ মিঃ। বিশাখানক্ষত্র দিবা ঘ ১০।১১ মিঃ। শূলযোগ দিবা ঘ ৮।৩৩ মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ১০।৪৪ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ১১।২৪ গতে কৌলবকরণ, **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ১০।১১ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, **মৃতে**— দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ১০।১১ গতে দোষনাই, রাত্রি ঘ ১১।২৪ গতে একপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৯।৫ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।২৬ গতে ১০।৬ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ৮।৩৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য গোবিক্রয়াদি, দিবা ঘ ৮।৩৩ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘ ১১।৪৬ গতে পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষদিরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ঘ ১১।৪৬ গতে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটারনির্ম্মাণ ও চালন। **বিবিধ**-- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **একাদশীর উপবাস** (ষট্তিলা)। **গোস্বামিমতে অদ্য** এবং নিম্বার্কসম্প্রদায় মতে পরাহে একাদশীর উপবাস। **স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস ও পূজা। জাতীয় যুবদিবস। বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্য্যসেনের ফাঁসী দিবস। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৫।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৭ পৌষ, ভাঃ ২২ পৌষ, **১২ জানুয়ারী,** ২৭ পুহ, ২৪ রবিঃ সানি, উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬। শুক্রবার, একাদশী রাঃ ঘঃ ১১।২৪।

২৭ পৌষ আলহাজ মোঃ মুদারিছ আলী মীর (রহঃ)-এর জন্ম ও ওফাত উপলক্ষে ইসালে সওয়াব মিরাবাড়ি করিমগঞ্জ, আসাম।

মাদককে ‘না’ বলুন।

যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়

লিপি

মাদক বিরোধী আন্দোলন

ক্রেতা অধিকার ও সচেতনতা : নীতি ও আইনকানুন

অবিনাশ কে. শ্রীবাস্তব

পর্ব ৩

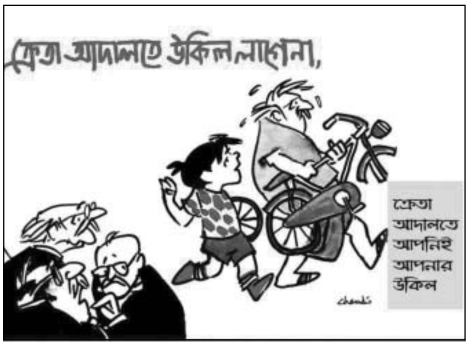

সেই লক্ষ্যে আমরা সম্প্রতি ভারতীয় মানক ব্যুরো আইনটিকে সংশোধন করেছি। এছাড়াও ১৯৮৬ সালের চলতি ক্রেতা সুরক্ষা আইনটির ব্যাপক আকারে সংশোধন করে নতুন একটি আইন আনার বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন। যাতে করে, আইনটিকে আরও জোরদার, উপযোগী এবং বাস্তবসম্মত প্রয়োগযোগ্য করে তোলা যায়। বর্তমান ক্রেতা সুরক্ষা আইনটি চালু রয়েছে প্রায় ৩০ বছর ধরে। ক্রেতা সুরক্ষা বিল, ২০15 এবং নতুন লাগু হওয়া ভারতীয় মানক ব্যুরো আইন, ২০১৬ উল্লিখিত লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রচেষ্টার উদাহরণ। ক্রেতা সুরক্ষা বিলের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে উল্লেখ করা হল :

(ক) উপভোক্তাদের অধিকার রক্ষা, তার পরিসর বাড়ানো এবং সেই অধিকার বলবৎ করার জন্য কেন্দ্রীয় উপভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (Central Consumer Protection Authority, CCPA) নামে একটি এগজিকিউটিভ এজেন্সি প্রতিষ্ঠা। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। অনৈতিক বাণিজ্য কারবারের দরুন ক্রেতা যদি কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানের মুখে পড়েন, তবে তা রোধ করতে যখন যখন প্রয়োজন, এই সংস্থা হস্তক্ষেপ করবে। পাশাপাশি, ভুক্তভোগী উপভোক্তার টাকা ফেরানোর, পণ্য বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, দোষী পক্ষকে তলব করার এক্তিয়ারও তাদের থাকছে।

(খ) পণ্যের দায়বদ্ধতার (“product liability”) প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়ার সংস্থান। কোনও পণ্য ব্যবহারের ফলস্বরূপ উপভোক্তা যদি শারীরিক আঘাত পান, তার মৃত্যু হয়, বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয় তার ভিত্তিতে পণ্য দায়বদ্ধতার আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে সেই দায় বর্তাবে পণ্যটির উৎপাদকের উপর।

(গ) বিবাদ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপোশ মীমাংসার সংস্থান। এর উদ্দেশ্য হল, আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে উপভোক্তা বিরোধ নিরসনকে আইন-গত ভিত্তি প্রদান। ফলে এই প্রক্রিয়াটি হবে দ্রুততর, সহজ ও ব্যয়সাশ্রয়ী। উপভোক্তা ফোরামের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সম্মতি নিয়েই এই উপায় গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) উপভোক্তা ফোরামে ক্রেতা বিরোধ নিরসন প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলতে বিবিধ সংস্থান রাখা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল, ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি এজেন্সিগুলির আর্থিক (জরিমানা ধার্য, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদির) এক্তিয়ার বাড়ানো, উপভোক্তা ফোরামের ন্যূনতম সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো, যাতে করে অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। এছাড়াও রাজ্য ও জেলা স্তরের আয়োগগুলি যাতে তাদের নিজেদের রায় পর্যালোচনা করে দেখতে পারে তার সংস্থান, অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির সুবিধার জন্য সার্কিট বেঞ্চ গঠন, জেলা ফোরামের সভাপতি এবং সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সংস্কারসাধন। পাশাপাশি উপভোক্তাদের জন্য অনলাইন অভিযোগ দায়ের করার সংস্থান, অভিযোগ উপভোক্তা যে এলাকার বাসিন্দা সেই এলাকা যে উপভোক্তা ফোরামের এক্তিয়ারভুক্ত সেখানেই যাতে ভুক্তভোগী উপভোক্তা অভিযোগ জানাতে পারেন তার সংস্থান, যদি অভিযোগ দায়েরের এলাকার এক্তিয়ারের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব থাকে, তবে সুনির্দিষ্ট করে ২১ দিনের সময়সীমার মধ্যে এ বিষয় যদি সিদ্ধান্ত না নেওয়া যায়, তাহলেও উপভোক্তা উল্লিখিত সুযোগ পাবেন। আজকের দিনে, সমস্ত শিল্পোন্নত দেশে পরিমাপের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা বজায় রাখার উপর নজরদারি চালানোর জন্য একটি করে দায়বদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। এই সংস্থা জাতির আর্থিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে সততা বজায় রাখাটা সমাজের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকাল থেকেই দেশের সরকারপক্ষ হাটেবাজারে সঠিক পরিমাপের সুনিশ্চয়তা বজায় রেখে এসেছে। ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে সমমানের মানক প্রচলন এবং একটি যুক্তিযুক্ত পরিকল্পের বন্দোবস্ত করতে, মেট্রিক সিস্টেম ও International Organization of Legal Metrology দ্বারা স্বীকৃত আর্ন্তজাতিক (units) একক ব্যবস্থার ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে প্রথম আইন বলবৎ হয়। এর নাম, ওজন ও পরিমাপ মানক আইন, ১৯৫৬ (Standard of Weight & Measurement Atc (1956)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্রুততালে অগ্রগতি ঘটে চলেছে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন হচ্ছে ব্যাপক জোর কদমে। এই বিষয়গুলির সূত্র ধরেই ওজন নির্ণয় ও পরিমাপের পদ্ধতির ক্ষেত্রে হয়েছে ব্যাপক অগ্রগতি। ফলত, ওজন ও পরিমাপের দুনিয়ায় সুযোগের পরিসর বহু গুণ বেড়েছে। ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে মানক চালু, ওজন ও পরিমাপের ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, এছাড়াও অন্যান্য যেসব পসরা বিক্রয় বা বন্টন হয় ওজন, পরিমাপ বা সংখ্যা অনুযায়ী সেসবের বিকিকিনির সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতেও নিয়ন্ত্রণের রাশ ধরে রাখতে ২০১১ সালের পয়লা এপ্রিল বলবৎ হয় Legal Metrology Act, 2009। Standards of Weight and Measures Act, 1976 এবং Standards of Weight and Measures (Enforcement) Act, 1985 এই আইন দু'টিকে বাতিল করে তার জায়গায় আনা হয় উল্লিখিত নতুন আইনটি। ওজন ও পরিমাপের সঙ্গে জড়িত দায়ভার কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করা আছে। জাতীয় নীতি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড, যার মধ্যে পড়ছে, ওজন ও পরিমাপ বিষয়ক আইনকানুন, প্রকৌশলগত নিয়ামক, প্রশিক্ষণ, সূক্ষ্মতার বিচারের জন্য ল্যাবরেটরির সুযোগসুবিধা, তথা আন্তর্জাতিক সুপারিশসমূহ রূপায়ণের দায়ভার বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। এই সমস্ত আইনবিধি সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা প্রতিদিনকার দেখাশোনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনের উপর ন্যাস্ত।

রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওজন ও পরিমাপের বৈধ মানকের মানকীকরণ (calibrated) হয় সাতটি Regional Reference Standard Laboratory (RRSL) -তে। এগুলি রয়েছে আমেদাবাদ, ভুবনেশ্বর, বেঙ্গালুরু, ফরিদাবাদ, গুয়াহাটি, নাগপুর এবং বারণসীতে। তাদের নিজেদের অঞ্চলে অবস্থিত শিল্পগুলিকে এসব ল্যাবরেটরি মানকীকরণ সংক্রান্ত পরিষেবা জোগায়। ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রগুলির মডেল অনুমোদন পরীক্ষানিরীক্ষা পরিচালনা করার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ল্যাবরেটরির মধ্যেও এগুলি অন্যতম।উপভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প উপায়ের সন্ধান দিতে ভারত সরকার একটি জাতীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন (National Consumer Helplink, NCH) চালু করেছে। এই নিঃশুল্ক ফোন নম্বরটি হল 1800-11-400 বা, 14404, যার মাধ্যমে ভুক্তভোগী উপভোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য পরামর্শদান, তথ্য সরবরাহ এবং গাইড করা হয়। **ক্রমশ**

ধর্মীয় বিভাজন নয় পারস্পরিক মেলবন্ধনের বার্তাবাহী বিশ্বজয়ী বীর বিবেকানন্দ

শিবপ্রসাদ চৌধুরী

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সেখানে এমন কয়েকজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা মানব সভ্যতাকে দিশা দিয়ে গেছেন। ভারতের সামাজিক আধ্যাত্মিক বিকাশের এমনই এক যুগপুরুষ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মাত্র উনচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। এই অল্প সময়েই তিনি যে বিশাল কর্মকান্ড করে দেখিয়েছেন আজও তা নিত্যনতুনভাবে গবেষণা হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক দর্শনের বাস্তব জীবনে প্রয়োগের নতুন ধারার সূত্রপাত করেন। জানুয়ারি মাস ইংরাজী নববর্ষের প্রথম মাস। নববর্ষ সূচনা করে। তাই উৎসবমুখর হয় সারা পৃথিবী। অন্যদিকে শীতকাল বাঙালীদের কাছে উৎসবের মরশুম। মনের মধ্যে যেন এক আনন্দে মেতে ওঠার অজানা আকাঙ্খা থাকে। অন্যদিকে এক বুক বাতাস জোগায়, জীবনপথে চলার শক্তি যোগায় একটি কথা ভেবে যে, এমনই এক জানুয়ারি মাসের ১৮৬৩ সালের ১২ তারিখে বিশ্বের দরবারে একটা জাতিকে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই বিবেকানন্দ কলকাতার সিমলাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজীর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন আদরের ‘বিলে’।

বাবা বিশ্বনাথ দত্ত নামকরা উকিল হলেও কোমল মনের মানুষ ছিলেন। অন্যদিকে মা ভুবনেশ্বরীদেবী শিবের কাছ প্রার্থনা করে ছেলেকে পেয়েছিলেন। ‘বিলে’ যে এক বিরল শিশু তিনি তা বারে বারে বন্ধুদের সাথে খেলাধূলার সময় কিম্বা চলন চালনে প্রমান করে দিয়েছেন। একথা আমরা জানি, বিভিন্ন জাতের মানুষদের জন্য তাঁর পিতা বৈঠকখানায় আলাদা আলাদা হুঁকোর ব্যবস্থা রেখেছিলেন। কৌতূকী শিশু সবকটি হুঁকোতেই অল্প করে মুখ দিয়ে প্রমাণ করে ছিলেন জাতের বিচার বাহ্যিক।

স্বামীজী ভারতের একজন সন্ন্যাসী হয়ে প্রকৃত সমাজসেবক। তিনি বিশ্বাস করতেন চার দেওয়ালের মধ্যে বসে ধ্যান করলেই চলবে না। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তাই তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা উপলব্ধি করার জন্য দিনের পর দিন কৃচ্ছসাধন করে সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে ঘুরেছেন। এরজন্য তাঁকে অনেক বাধা, অনেক প্রতিকূলতা, অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। ‘শিব জ্ঞানে জীব সেবা’ করাই হল ঈশ্বরের আরাধনা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে সহজ সরল করে মানুষের জীবনে প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ বটবৃক্ষের মত বড় হয়ে উঠুক, যাঁর ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। নরেনকে বিরাট বটবৃক্ষ হওয়ার আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়েছেন, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, আর ঈশ্বররূপে সকলের সেবা করার নাম বিজ্ঞান। ঠাকুরের এই কথার উপলব্ধি ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

সামাজিক বিকাশে তাঁর দূরদর্শিতা অপরিসীম। কুসংস্কার আর শিক্ষার অন্ধকারে যখন সমাজ আচ্ছন্ন, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, নারীরা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন। তাই তিনি বলেছিলেন ‘‘ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।” তিনি আরও বলেছেন, ‘‘তোমাদের দেশের মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোমরা লেখাপড়া করিয়া মানুষ হইতেছ, কিন্তু যাহারা তোমাদের সুখ-দুঃখের ভাগী, সকল সময় প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাহাদের শিক্ষা দিতে, তাহাদের উন্নত করিতে তোমরা কী করিতেছ? তোমাদের অনুশাসন তোমাদের দেশের মতো ... কোথায় কটা স্কুল হইয়াছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, তায় আবার মেয়েদের ভিতর।” তাঁর এই কথায় বোঝা যায়, তিনি শুধুমাত্র আর চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দিই হোন আর নিজের উন্নতির জন্যই হোক তিনি সকল সংকীর্ণতার উর্দ্ধে।

এবার আসি আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে। এটা সুবিদিত যে, এই ভারতভূমি বৈদিক যুগ থেকেই আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। জ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন শাস্ত্রের প্রভুত বিকাশ ঘটেছিল এই সময়। তখন থেকেই ঋষির আশ্রমেই হোক আর গুহার অভ্যন্তরে হোক সেখানেও ছিল আত্মিক বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা। যার মূল কথা ছিল এক তীব্র ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠা। সময় পেরিয়েছে। মানব সভ্যতার বিকাশ আজও অব্যাহত। বিলাসদ্রব্য এখন হাতছানি দিচ্ছে। দ্রুত গতিতে ছুঠছে সমাজ ও সভ্যতা। আরও আরও আকাঙ্খার শিকার হচ্ছেন মানুষ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সুনামি, সাইক্লোন থেকে যেমন কেউ বাদ যান না সেই রকম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে ত্যাগী সন্ন্যাসী ও ধর্মীয় জগৎও আজ আক্রান্ত। যে যেমন পারছে নিজের মত করে ব্যবহার করছে। কলুসিত হচ্ছে ব্যবস্থাপনা। অনেক মনীষীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, আদর্শ আজ ম্রিয়মান। ধর্মের নামে এক উগ্র বিভাজন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোঁড়ামিতেও আক্রান্ত সমাজ।

সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ভালমন্দ দুটি দিকই ছিল এবং থাকবেও। স্বামী বিবেকান্দ আজ থেকে দেড়শত বছর আগে আমেরিকার ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে সেই কথাই লক্ষ্য করেছিলেন। সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধকরা কিন্তু তাঁদের নিজেদের ধর্মের কথা বলেছিলেন। স্বামীজী আবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন শিকাগো বক্তৃতায় সকলেই নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণের চেষ্ঠা করছেন, কিন্তু বিশ্বধর্মের কথা কেউ বলছেন না। যে কোনো ধর্মের উৎসতে মানুষের অবস্থান, সে কথাও কোনো ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলছেন না। তাই তিনি বলেছিলেন--‘‘আমি কখনোই হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলব না। আমি শুধু বলব, হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে সম্মিলন আকাঙ্খা করে।” তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ‘‘যত মত তত পথ”, অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মীদের প্রতি আমরা কেন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করবো না? আজ যখন যুব সমাজ হতাশাগ্রস্থ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিপথগামীতা তাদের হাতছানি দিচ্ছে, তখনও তাঁর কথা মনে পড়ে যায়। ‘‘ওঠা জাগো , নিজের লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমে থেকো না।” অন্যদিকে তাঁর উচ্চারিত প্রেমের বাণী, যা লহমায় সব সমস্যার সমাধান করতে পারে।

‘‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

সম্পাদক সমীপেষু

স্বীকার করে নেওয়াই ভাল

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যটাকে স্বীকার করে নিলে মাথা নিচু হয় না। তবে জেলাসি থাকলে এটা অনেকেই মেনে নেন না। সবটাই তাঁদের ব্যাপার। কিন্তু সত্যটাকে কীভাবে আটকে রাখবেন? কিছু মানুষ কোনো মতেই মাথা নিচু করবেন না। যদি নিজেদের বিবেক দিয়ে ভেবে দেখেন, তাহলে দেখুন একটা ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবিটা সাদা কালো। তবে ছবিটার প্রিন্ট এতো উজ্জ্বল যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা দেখুন, কী মনে হচ্ছে? আগের চেয়ে হাজার গুণ ভালো হয়েছে, না হয়নি? পশ্চিমবঙ্গ একটা নতুন রূপে ফিরে এসেছে। এটা করার জন্য কি সামান্যতম ধন্যবাদ পাওয়া যায় না? ভালো বলার জন্য ভালো মনের পরিচয়টা সবার আগে দরকার। সেই ভালো মনের পরিচয়টা সবার আগে সবার কাছে তুলে ধরতে হয়। তবেই তো মনটা বড় হয়। সাদা চুল থাকলেই হবে না। মনটাকে সাদা করতে হবে। তবেই সাদা চুলটা কার্যকরী হবে। একজন মানুষের সবটাই খারাপ হয় না, একটু তো ভালো থাকবেই। সেই ভালোটাকে কেন ভালো বলতে পারেন না অনেকে? আসলে অনেকের মনে জেলাসিটা রয়েছে। তাই ভালোটাকে ভালো বলতে দ্বিধা বোধ হয়। স্বীকার করে নিন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এই রূপটা এনে দিয়েছেন একজন মানুষ, আর সেটা তিনি এনেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্যই। এখানে তিনি একা থাকেন না বা এই পশ্চিমবঙ্গটা তাঁর একার নয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছেন আর তিনিও পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা। তিনি পশ্চিমবঙ্গকে মায়ের মত করে ভালো বেসেছেন বলেই পশ্চিমবঙ্গকে নবরূপে গড়ে তুলছেন। এটা কাদের গর্ব? এটা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গর্ব। এটাকে স্বীকার করে নিলে মাথাটা উঁচুই হবে। কেন, কিন্তু, অথবা এই সব প্রশ্ন থাকবেই না। কোনও জিজ্ঞাসার চিহ্ন থামিয়ে দিতে পারবে না। জানি না কেন ভাল কথাগুলো প্রকাশ পায় না। নাকি প্রকাশ করতে লজ্জা লাগে, নাকি কোনো ভয় থাকে। হয়তো অনেকে ভাবেন ভাল কথাগুলো প্রকাশ করলে যদি বিপদ আসে। এটা বোধ হয় সঠিক মান নির্ণয় করে না। স্বীকার করে নিন। আর বলুন আহা কী আনন্দ পশ্চিমবঙ্গের আকাশে বাতাসে।

-- বিবেক রায়, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

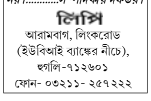

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়